প্রশ্ন: মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সময়কাল, নিদর্শন ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

সময়কাল: ৬০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ-৯০০ খ্রিস্টাব্দ।

যুগগত নামঃ প্রাকৃত ভাষা।

নির্দশন: প্রথম স্তরের মধ্য ভারতীয় আর্য (৬০০ খ্রি. পূ.-১০০ খ্রি.)

(ক) উত্তর-পশ্চিমাপ্রাকৃত- অশোকের শাহবাজগঢ়ী মানসেহরা অনুশাসন।

(খ) দক্ষিণ-পশ্চিমা প্রাকৃত-গীর্নার অনুশাসন।

(গ) প্রাচ্য মধ্যা প্রাকৃত-কালসী অনুশাসন।

(ঘ) প্রাচ্যা প্রাকৃত-ধৌলী এবং জৌগড় অনুশাসন।

দ্বিতীয় স্তরের মধ্যভারতীয় আর্য (১০০ খ্রি.-৬০০ খ্রি.)

(ক) পৈশাচী প্রাকৃত-বৈয়াকরণদের উক্তিতে।

(খ) মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত-কাব্য কবিতায়।

(গ) শৌরসেনী প্রাকৃত-সংস্কৃত নাটকের শিক্ষিত নারীদের সংলাপে।

(ঘ) মাগধী প্রাকৃত-সংস্কৃত নাটকের ইতরজনের সংলাপে।

(ঙ) অর্ধমাগধী প্রাকৃত-জৈন ধর্ম সাহিত্যে।

তৃতীয় স্তরের মধ্যভারতীয় আর্য (৬০০ খ্রি.-৯০০ খ্রি.)

পৈশাচী অপভ্রংশ, মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ, শৌরসেনী অপভ্রংশ, মাগধী অপভ্রংশ, অর্ধমাগধী অপভ্রংশ সব ক্ষেত্রেই নিদর্শন হিসেবে বলা যায় অপভ্রংশ সাহিত্য। যেমন - কয়েকটি মহাকাব্য, কিছু বিচ্ছিন্ন গীতিকবিতা, সংস্কৃত নাটকের সংলাপ ও গান। এরপর অবহটঠের স্তর লক্ষ্য করা যায়।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ বা ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১) স্বরধ্বনির সংখ্যা হ্রাস পায়। '৯' ধ্বনি লুপ্ত হয়ে যায়। 'ঋ' ধ্বনির উচ্চারণে বৈচিত্র্য দেখা যায়; মৃগ > মগ > মিগ/মুগ ইত্যাদি।

২) যৌগিক স্বর 'ঐ' 'ঔ' ধ্বনি 'এ', 'ও' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে; যেমন-যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে 'অ', 'ঈ' প্রভৃতি ধ্বনি হ্রস্ব হয়েছে; যেমন-কান্ত > কন্ত।

৩) পদের শেষের অ-স্বরধ্বনির পর বিসর্গ (ঃ) লুপ্ত হয়েছে এবং সেই স্থানে কখনও 'এ' 'ও' ইত্যাদি ধ্বনির আগমন ঘটেছে। যেমন-জনঃ > জন/ জনো।

৩। 'শ' 'য', 'স'-র স্থলে কেবলমাত্র 'স' ব্যবহৃত হয়েছে। তবে মাগধীতে 'শ'-র ব্যবহার দেখা যায়; যেমন-সুতনুকী শুতনুকা।

৪। 'অয়' এবং 'অব সংক্ষিপ্ত হয়ে 'এ', 'ও' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে; যেমন-পূজয়তি > পূজেতি।

৫। পদের মধ্যে অবস্থিত যুক্তব্যঞ্জন সমীভূত হয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন-ধর্ম> ধর্ম্ম।

৬। ঋ, র, য. ইত্যাদির পরবর্তী দন্তধ্বনি (ত, থ, দ, ধ, ন) মূর্ধন্যধ্বনিতে (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ) পরিণত হয়েছে; যেমন-কৃত > কট।

৭। পদের আদিতে অবস্থিত যুক্তব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে; যেমন-ব্রাহ্মণ > বম্বন।

৮। দুইস্বরের মধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি 'হ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে; যেমন-শেফালিকা > সেহালিআ।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১) শব্দরূপে এবং ক্রিয়ারূপে দ্বিবচন লুপ্ত হয়েছে। শুধুমাত্র একবচন ও বহুবচন বজায় থেকেছে।

২) প্রাচীন ভারতীয় আর্যের ক্রিয়ার পাঁচটি ভাবের মধ্যে দু'টি ভাব লুপ্ত হয়। মধ্যভারতীয় আর্যে ক্রিয়ার যে তিনটি ভাব বজায় থাকে, সেগুলি হল-নির্দেশক, অনুজ্ঞা ও সম্ভাবক।

৩) প্রাচীন ভারতীয় আর্যের অতীতকালের লঙ্, লুঙ, লিট মধ্য ভারতীয় আর্যে এসে লিট লুপ্ত হল এবং 'লঙ', 'লুঙ', মিলিত হয়ে একটি রূপ লাভ করল।

৪) শব্দের শেষের ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হওয়ায় প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তির বহুবচনে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের মধ্যে কোনো প্রভেদ দেখা যায় না। যেমন- প্রথমা ও দ্বিতীয়া-ফলানি > ফলা।

৫) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে আত্মনেপদ এবং পরাস্মৈপদের মধ্যে প্রভেদ ছিল, কিন্তু মধ্যভারতীয় আর্যে আত্মনেপদের অস্তিত্ব না থাকায় সর্বত্র পরস্বৈপদের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে।

৬) বিভক্তি লুপ্ত হওয়ায় অনেক শব্দ অনুসর্গ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

৭) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বিশেষ্য ও সর্বনামের শব্দরূপ পৃথক ছিল, মধ্যভারতীয় আর্যে অনেকক্ষেত্রে বিশেষ্যের শব্দরূপ সর্বনামের শব্দরূপের মতো হয়েছে।

৮) বিভক্তি চিহ্ন লুপ্ত হওয়ায় বাক্যের পদবিন্যাসক্রমের গুরুত্ব বাড়ে।

ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য:

মধ্য ভারতীয় আর্যে ছন্দ হয়ে গেল মাত্রামূলক অর্থাৎ অক্ষরের সংখ্যার উপরে নয়, অক্ষর-উচ্চারণের কাল-পরিমাপ (duration) বা মাত্রার উপরে ছন্দের বিন্যাস নির্ভর করত। কবিতার চরণ বা পংক্তিগুলি প্রথমে বিষমমাত্রিক ছিল, পরে বিষমমাত্রিক ও সমমাত্রিক দ্বিবিধ চরণই রচিত হত। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার শেষ পর্বে অন্ত্যানুপ্রাস বা পংক্তির শেষে মিল দেখা দিল।